ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

হৃত্বিক-দীপিকার 'ফাইটার' সিনেমার যেসব দৃশ্য কাটার নির্দেশ

পৃঃ ৫

ভারতের বর্ষসেরা ক্রিকেটার গিল

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০২৭ ● কলকাতা ● ১৩ মাঘ, ১৪৩০ ● রবিবার ● ২৮ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ফেসবুক পোস্টের সূত্র ধরে

শাহজাহানের কাছে পৌঁছতে পারে ইডি! খবর ছড়াতেই ডিলিট সেই পোস্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিন সপ্তাহ পার! এখনও সন্দেশখালির বাদশার খোঁজ নেই! কোথায় রয়েছেন শাহজাহান শেখ, এই নিয়ে জল্পনার শেষ নেই।একাংশের অনুমান, যদি সত্যি সত্যি পোস্টের লোকেশন ধরে গোয়েন্দারা পৌঁছে যান, এমন আশঙ্কা থেকেই শুক্রবারের পোস্ট ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে।

রেশন দুর্নীতির তদন্তে গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে গিয়েছিল ইডি। সেখানে তাঁদের ওপর হামলা হয় এবং এই ঘটনার পর থেকেই তৃণমূল নেতা ফেরার। ২২ দিন পরেও তাঁর কোনও খোঁজ নেই। সম্প্রতি ইডির তরফে শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানও চালানো হয়। ২৯ জানুয়ারি তাঁকে সিজিও-তে দেখা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তারই মাঝে পোস্ট বিতর্ক!বৃহস্পতিবার রাজ্যের কারামন্ত্রী তথা পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার তৃণমূল নেতা অখিল গিরি দাবি করেছিলেন, শাহজাহান নাকি রাজ্যের বাইরে চিকিতসায় গেছেন, তাড়াতাড়িই ফিরবেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু

এরপর ৩ পাতায়

ইন্ডিয়ার আর্কিটেক্ট নীতীশ, কো-আর্কিটেক্ট মমতা',

জটেও জোট নিয়ে আশাবাদী কংগ্রেস

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : শত জটের পরও জোট নিয়ে আশাবাদী কংগ্রেস। সঙ্গীরা যতই বেসুরো হোক না কেন, বিহারের নীতীশ কুমার আর বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে পেতে মরিয়া শতাব্দী প্রাচীন দলটি। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই কথা বুঝিয়ে দিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। বললেন, 'ইন্ডিয়া জোটের আর্কিটেক্ট নীতীশ কুমার।নীতীশ কুমার ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জোটের রূপকার হিসেবে চিহ্নিত করেন জয়রাম। জাতীয় স্তরের জোটে আঞ্চলিক ইস্যু প্রভাব ফেলবে না বলেও মত তাঁর। বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরাবরেই লক্ষ্য বিজেপিকে পরাস্ত করা। কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়া শরিকদেরও পাখির চোখ বিজেপির হার। রাজ্যে রাজ্যে হয়তো কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে ইন্ডিয়াা তীয়স্তরের জোট। সেখানে আঞ্চলিক ইস্যু কোনও প্রভাব ফেলবে না।" বিহারে নীতীশ কুমারের শিবির বদল ঠেকাতে তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন খোদ মল্লিকার্জুন খাড়গে। কিন্তু ব্যস্ততার অজুহাতে নীতীশ কুমার বারবার এড়িয়ে যাচ্ছেন বলে দাবি রমেশের। এদিন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতার বক্তব্য শুনে রাজনৈতিক মহলের ধারনা, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে কোনও মূল্যে মমতা-নীতীশকে কাছে পেতে মরিয়া কংগ্রেস।কো আর্কিটেক্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা জাতীয় স্তরের জোট।" রাজ্যে-রাজ্যে কিছু সমস্যা থাকলেও জাতীয় স্তরে তার প্রভাব পড়বে না বলেই মত জয়রাম রমেশের। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করেন জয়রাম রমেশ। সেখানেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল সুপ্রিমোর ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। এমনকী, ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় মমতার উপস্থিতি

এরপর ৩ পাতায়

অমিত শাহের বঙ্গ সফর স্থগিত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্থগিত হয়ে গেল অমিত শাহের বঙ্গসফর। রবিবার রাতেই এ রাজ্যের সফরে আসার কথা ছিল অমিত শাহের। সেই মতো প্রস্তুতিও সারা ছিল। সোমবার ঠাসা কর্মসূচি ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। কিন্তু হঠাতই জরুরি কাজ থাকায় সফর আপাতত স্থগিত রাখা হল। বিজেপি সূত্রে খবর, এর পিছনে মূল ভূমিকা রয়েছে বিহার পরিস্থিতির।বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি টালমাটাল। সেখানে আরজেডি-এর সঙ্গে জোট ভেঙে বিজেপি-এর সঙ্গে যেতে পারে নীতীশ কুমারের জেডিইউ। রবিবারই নাকি নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে পারেন নীতীশ। বিজেপি সূত্রে খবর, বিহারের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।বিহারে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সেই কারণেই এ রাজ্যে অমিত শাহের সফর আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে বলে খবর মিলেছে বিজেপি সূত্রে।

এ রাজ্যে অমিত শাহের একাধিক কর্মসূচি ঠিক করা ছিল। রবিবার দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের কথা ছিল অমিত শাহের। তার আগে রবিবার সকালে তাঁর যাওয়ার কথা ছিল বারাসতে। সেখানে চারটি লোকসভা কেন্দ্রের সাংগঠনিক বৈঠক করার কথা ছিল। শুভেন্দু অধিকারীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরেও কর্মসূচি ছিল অমিত শাহের।

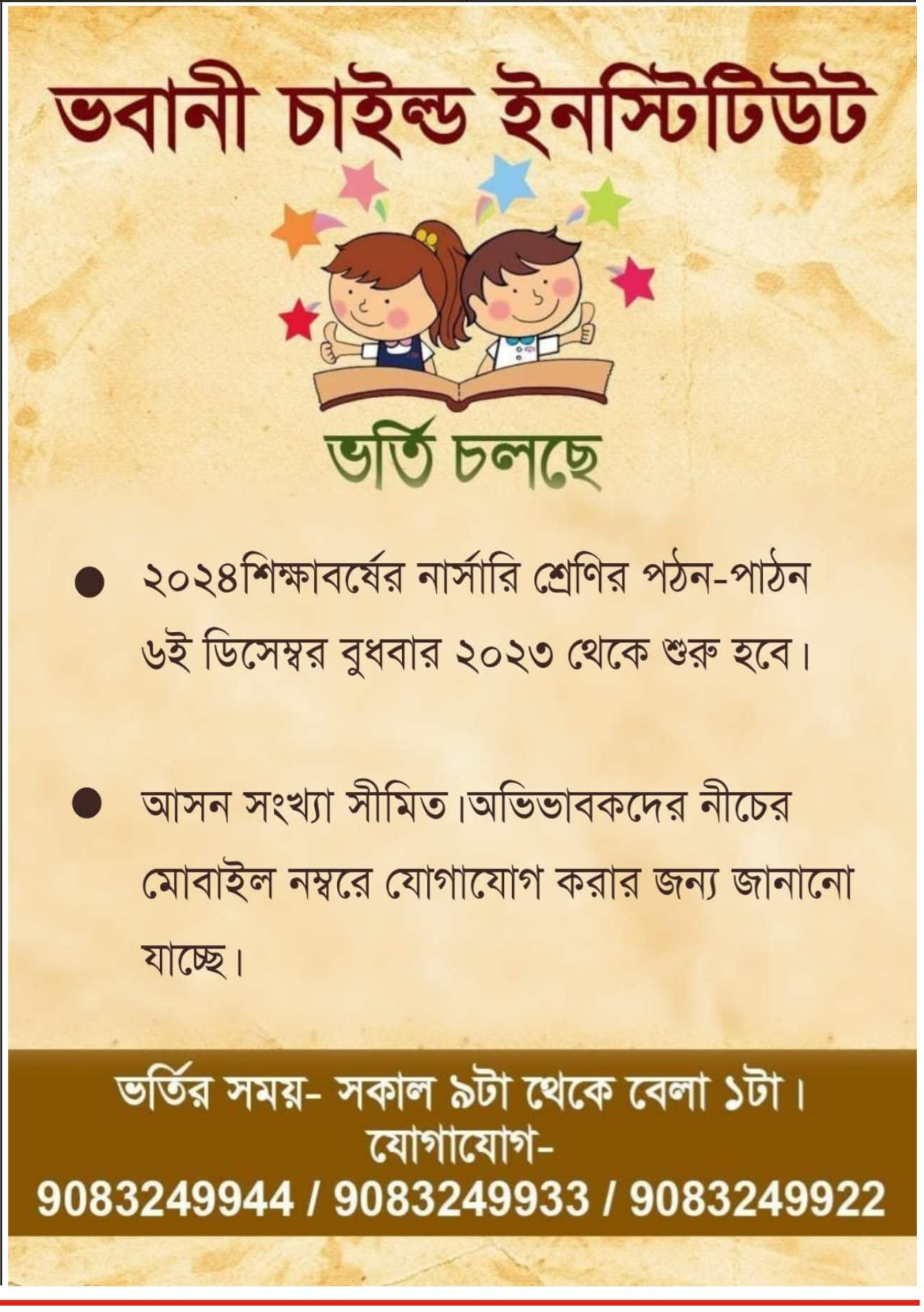

পোর্ট এলাকায় পালিত হল

প্রজাতন্ত্র দিবস

জয়দীপ যাদব : কলকাতা : স্টাফ রির্পোটার : ২৬শে জানুয়ারী বাংলার সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস জাঁক জমক পূর্ণ ভাবে পালিত হয়। পোর্ট এলাকার খিদিরপুরে অবস্থিত ভূকাইলাসেও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়েছে। উপরোক্ত তথ্য দিতে গিয়ে সমাজকর্মী মাতলুব খান ও রক্ষিত তিওয়ারি জানান, এ সময় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, তৃণমূল কাউন্সিলর নিজামউদ্দিন শামস বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও কম্বল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মো. ইরশাদ (জুলুম ভাই), চন্দন গুপ্ত, মুন্না জয়সওয়াল প্রমুখ বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন।

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য বইমেলার সমাপ্তি সন্ধ্যায়

জনপ্রিয় টিভি সিরিয়াল অভিনেত্রী মিঠাই

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : শুক্রবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হল ২৩ তম নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য বইমেলা। বইমেলার সমাপ্তি দিনের সন্ধ্যায় হাজার হাজার দর্শকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে মা মাটি মানুষ মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন চলচ্চিত্র তথা বাংলা টিভি সিরিয়ালের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিঠাই। শুক্রবার সন্ধ্যায় সদর কলকাতা থেকে ছুটে আসেন দি নবদ্বীপ অ্যাথলেটিক ক্লাব ময়দানে। বেশ কিছুক্ষণের জন্য মঞ্চে বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে বিভিন্ন সংগীত পরিবেশন করতে দেখা যায়। বাংলা জনপ্রিয় সিরিয়াল মিঠাই চরিত্রের পাশাপাশি চলচ্চিত্র শিল্পী হিসেবেও দর্শকদের কাছে খ্যাতি রয়েছে সৌমিতৃষা কুন্ডু ওরফে মিঠাই । নবদ্বীপ পৌরসভার উদ্যোগে এবং শ্রীচৈতন্য বইমেলা সমিতির পরিচালনায় গত ১৬ ই জানুয়ারি তাঁত কাপড় হাট থেকে বর্ণাঢ্য পদযাত্রার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়েছিল দশ দিনব্যাপী ২৩ তম নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য বইমেলা। মাঝে একটি দিন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বইমেলা বন্ধ রাখতে হয় কর্তৃপক্ষকে। সেই কারণে ২৫ তারিখের পরিবর্তে ২৬ তারিখ সমাপ্তি দিন হল। এই বছর বইমেলাকে আলোকিত করতে কলকাতা থেকে বইয়ের সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন বিভিন্ন নামিদামি পুস্তক প্রকাশনী সংস্থা। বইমেলার সমাপ্তি দিনে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বাংলা বানান প্রতিযোগিতা কুইজ, কবিতা আবৃতি প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরী কাক্ষ সাহা,পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা, উপপৌরপতি শচীন্দ্র বসাক, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তাপস ঘোষ, কাউন্সিলর সুজিত সাহা, দেবাশীষ ঘোষ, মিহির কান্তি পাল, স্বপন আচার্য, অনুরাধা মন্ডল, নবদ্বীপ পৌরসভা কার্য নির্বাহী আধিকারিক বিমানচন্দ্র দে সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের শেষে নবদ্বীপ দেহ সৈস্টভ যোগব্যায়াম কেন্দ্রের যোগাসন মঞ্চকে আকৃষ্ট করে তোলে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান দক্ষের সহিত সঞ্চালনা করেন তাপস রায়। বইমেলাকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলার জন্য বইপ্রেমী সহ যারা সুদূর থেকে বয়ে স্টল নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন অতিথি শিল্পী সহ সমস্ত মানুষদের ধন্যবাদ জানিয়ে বইমেলার সমাপ্তি ঘোষনা করেন সভাপতি।

জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস চর্চায়

ব্রতী দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রশাসনিক ভাবে জেলা বিভাজনের দাবি উঠেছিল ডায়মণ্ড হারবার থেকেই। তৎকালীন বাংলা দৈনিক যুগান্তর এবং ইংরাজি দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকার জেলা সাংবাদিক অনল কুমার মণ্ডল ছিলেন মূল উদ্যোগী। জনমত গঠনের জন্য তিনি গড়ে তোলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা নাগরিক পরিষদ। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, জেলা বিভাজন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই মূলতঃ কৃষি নির্ভর এই জেলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চর্চা ও প্রসারের জন্য ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ। সংস্কৃতি কেবল নাচগানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা হলো মানুষের ধারাবাহিক জীবন চর্যার ইতিহাস।

সংস্কৃতি পরিষদ প্রতিষ্ঠা পর্বের প্রথমে গুরুত্ব দেওয়া হয় স্বাধীনতা আন্দোলনে এই জেলার অবদানের কথা জনসমক্ষে প্রচার করা। ডায়মণ্ড হারবার, কাকদ্বীপ, নামখানা প্রভৃতি এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামে বীর শহীদদের স্মরণে বেশ কিছু স্থায়ী শহীদ স্তম্ভ। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ডায়মণ্ড হারবার থানার অন্তর্গত হুগলি নদীর তীরে নীলা গ্রামে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন ষোড়শ বর্ষীয় তরুণ আশুতোষ দলুই। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সারা দেশের মধ্যে তিনিই প্রথম শহীদ। কিন্তু ইতিহাসের মূল ধারার উপেক্ষিত। শহীদ আশুতোষ স্মরণে নীলা গ্রামে শহীদ স্তম্ভ নির্মাণ এবং তিন দিনের গ্রামীণ সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন করে সংস্কৃতি পরিষদ নীলার সংগ্রামী ইতিহাসকে তুলে ধরে ১৯৭১ সালে।

পরের বছর ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষে ডায়মণ্ড হারবারে স্থায়ী শহীদ স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ঋষি অরবিন্দের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে স্থানটি ঋষি অরবিন্দ উদ্যান নামে চিহ্নিত করা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি শঙ্কর প্রসাদ মিত্র ১৯৭৭ সালে ঋষি অরবিন্দ উদ্যান আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ১৯৭৬ সাল থেকে সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার জাতীয়তাবাদী কর্মসূচি প্রসার, শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত কলা, লোকসংস্কৃতি, পুরাতত্ত্ব , খেলাধূলা, গ্রমোন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে কর্মরত কৃতী ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপনের এক মহতী কার্যক্রমের সূচনা হয় যা পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করে আজও গৌরবের সঙ্গে চালু আছে।

এবার ২৬ শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবসে জেলার ৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি গ্রামীণ সংস্থাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে এদিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ডায়মণ্ড হারবার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী ত্যাগব্রতানন্দ মহারাজ। কুলপি থানার ভগবানপুর গ্রামের ১০৬ বছরের মহারাজ হালদারকে জাতীয়তাবাদী কর্মী হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামী গঙ্গাধর হালদার নামাঙ্কিত পদক ও মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সৃজনশীলতার জন্য মহেশতলার জালখুরা গ্রামের ডঃ মনোজিৎ অধিকারীকে 'এশিয়ার অন্ধকবি' নামে খ্যাত পণ্ডিত মহেন্দ্র নাথ তত্বনিধি নামাঙ্কিত পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ক্যানিং থানার হেদিয়া গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সাংবাদিক অনল মণ্ডল পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সাহিত্যসেবী ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ ধরকে দেওয়া হয় নরেন্দ্রনাথ পুরকাইত পদক। আত্মনির্ভরতা ও শিক্ষানুরাগ ক্ষেত্রে ফলতা থানার গড়খালি গ্রামের শিবরাম মণ্ডলকে অনুরূপা দেবী পদক, রামনগর থানার খোর্দ গ্রামের যন্ত্রবাদ্য শিল্পী প্রিয়নাথ যতি পদক, রায়দিঘি থানার কাশিনগর গ্রামের ডাঃ নিত্যগোপাল বসুকে ডাঃ পুলিন বিহারী বৈদ্য পদক, খেলাধূলার ক্ষেত্রে ডায়মণ্ড হারবারের পার্থপ্রতিম খামারুকে জগদীশ-যমুনা হালদার পদক এবং গ্রামোন্নয়নের জন্য আদর্শ গ্রামীণ সংস্থা হিসাবে সুন্দরবন এলাকার নিমপীঠের লোকমাতা রাণী রাসমনি মিশনকে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের শহীদ আশুতোষ দলুই নামাঙ্কিত পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। মিশনের পক্ষে মানপত্র গ্রহণ করেন সম্পাদক অমিতাভ রায়। এদিন পরিষদের মুখপত্র "নয়াপথ"- এর পঞ্চাশতম বর্ষের প্রথম সংখ্যাও প্রকাশিত হয়।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন বেসিক ট্রেনিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদের আচার্য্যা গায়ত্রী যতি। প্রধান অতিথি বিদ্যানগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রদ্যোৎ মণ্ডল ভারতীয় সংবিধানের মূল ধারার সঙ্গে সংস্কৃতি পরিষদের কর্মসূচির আশ্চর্য সমাপতন লক্ষ্য করে মনোজ্ঞ বক্তব্য পেশ করেন। প্রধান বক্তা শিক্ষাবিদ ও পরিষদের মুখ্য উপদেষ্টা কামদেব শাসমল সাধারণতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ও সংস্কৃতি পরিষদের সূচনা পর্বের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন। স্বাগত ভাষণে পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তপনকান্তি মণ্ডল। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান পরিষদের সভাপতি তথা অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী সুব্রত মণ্ডল।

সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট,

৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করেছে

উৎপল হাজরা: নিউজ সারাদিন : সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সল্টলেক সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ, ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের অধীনে আজ ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডাঃ জি বাবু ও সকল কর্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পতাকা উত্তোলন করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডাঃ জি বাবু এবং ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এ উপলক্ষে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

রেলপথ দ্রুত নির্মাণ করার দাবিতে

প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের গন কনভেনশন

নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : ভাগীরথী নদীর উপর অর্ধ সমাপ্ত সেতুর রেলপথের দ্রুত নির্মাণের দাবিতে ২৬শে জানুয়ারি শুক্রবার বিকেলে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের সামনে গণ কনভেনশনের আয়োজন করেছে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের। শুক্রবার হাওড়া কাটোয়া-সুবার্বন প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন ও ইউনাইটেড ফোরাম অফ রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের সামনে এক গণ কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। সেখানেই উপস্থিত হন নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা, নবদ্বীপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মহাসচিব কিশোর কৃষ্ণ গোস্বামী,নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব

এরপর ৩ পাতায়

জানতেন সব কিছুই,

তবুও মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন বালু!

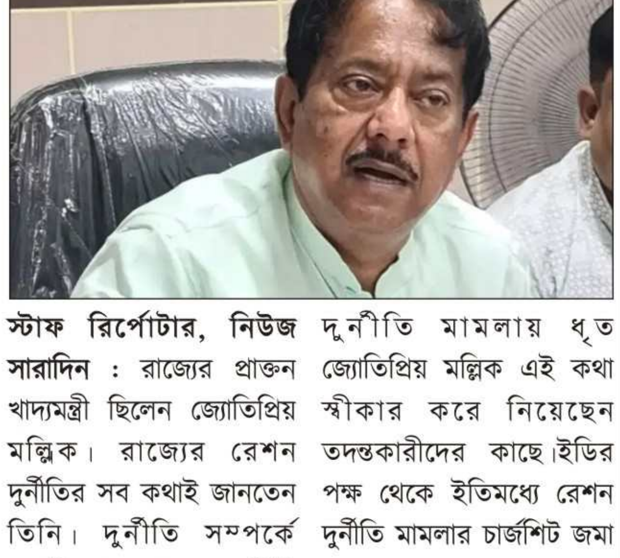

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। রাজ্যের রেশন দুর্নীতির সব কথাই জানতেন তিনি। দুর্নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও তিনি চুপ ছিলেন। পরবর্তীকালে দুর্নীতিগ্রস্তদের সাথেই হাত মিলিয়েছিলেন। আদালতে ইডি দাবি করেছে, রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তদন্তকারীদের কাছে।ইডির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে রেশন দুর্নীতি মামলার চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে আদালতে। গোয়েন্দাদের ধারণা প্রায় হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। অন্যদিকে, গোয়েন্দা

এরপর ৩ পাতায়

সরস্বতী পূজার অভিনব থিম "প্রেমেও আছি,

রাজনীতিতেও আছি" সৌজন্যে হিন্দুমহাসভা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর উদ্যোগে এক অভিনব সরস্বতী পূজার আয়োজন করতে চলেছে ভারতের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দল অখিলভারত হিন্দুমহাসভা । প্রসঙ্গত

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

ফেসবুক পোস্টের সূত্র ধরে শাহজাহানের কাছে পৌঁছতে পারে ইডি! খবর ছড়াতেই ডিলিট সেই পোস্ট

অধিকারীর পাল্টা দাবি, শাহজাহান সন্দেশখালির ৫ কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছেন। এমন আবহে শুক্রবার প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে আচমকায় ফেরার তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের ফেসবুক স্ট্যাটাস বদলে গিয়েছিল। প্রজাতন্ত্র দিবসে সোশ্যাল সাইটে সকলকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছিলেন তিনি। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে যায়। বিরোধীরা বলতে শুরু করেন, শাহজাহান সশরীরে সক্রিয় না হলেও ফেসবুকে বেশ অ্যাক্টিভ! পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তোলেন।

এ ব্যাপারে আসরে নামতে দেখা যায় সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতকে। ভিডিও বার্তায় তিনি দাবি করেন, "শাহজাহানের অফিসিয়াল পেজ অন্য কেউ চালান। হয়তো সেই ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছে।"এসবের মাঝে এমন গুঞ্জনও শোনা যায়, যে শাহজাহানের ফেসবুক স্ট্যাটাস ধরে ইডি, সিবিআই তাঁর কাছে পৌঁছে যেতে পারে। তারপরই শনিবার সকালে ফেরার তৃণমূল নেতার ফেসবুক পেজ থেকে আগের পোস্ট ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে।

শাহজাহান শেখের ফেসবুক পেজ তিনি নিজেই চালান নাকি অন্য কেউ, তা স্পষ্ট নয়। তবে পোস্ট ডিলিটের পর বিষয়টি ঘিরে নতুন করে শোরগোল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

একাংশের অনুমান, যদি সত্যি সত্যি পোস্টের লোকেশন ধরে গোয়েন্দারা পৌঁছে যান, এমন আশঙ্কা থেকেই শুক্রবারের পোস্ট ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে।

১-ম পাতার পর

ইন্ডিয়ার আর্কিটেক্ট নীতীশ, কো-আর্কিটেক্ট মমতা', জটেও জোট নিয়ে আশাবাদী কংগ্রেস

নিয়েও আশা প্রকাশ করেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা। তাঁর কথায়, আপাতত রবিবার থেকে ভারত জোড়া যাত্রা আবার শুরুর চেষ্টা করছি। উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) যদি ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় যোগ দেন তাহলে পদযাত্রার গরিমা আরও বাড়বে।" কংগ্রেস কর্মীরাও উল্লসিত হবে বলে মত তাঁর। জয়রাম রমেশের এই মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই তাতপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সূত্রের খবর, জোট-জট কাটিয়ে বাংলায় ন্যায় যাত্রায় তৃণমূলের কোনও সদস্য থাকতে পারেন।

২ পাতার পর

জানতেন সব কিছুই, তবুও মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন বালু!

সংস্থা দাবি করেছে শংকর আঢ্যর ফরেক্স সংস্থার মাধ্যমে বিদেশে কোটি কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে।সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে রিপোর্টও পেশ করা হয়েছে ব্যাঙ্কশাল আদালতে। তদন্তকারীদের অনুমান, রেশন দুর্নীতির প্রথম থেকেই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সবটাই জানতেন। তারপরেও একটি চক্র গড়ে ওঠে দুর্নীতিগ্রস্ত চাল কল মালিকদের নিয়ে। রেশন দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি বাকিবুর রহমান সেই চক্রেই যুক্ত ছিলেন।

বাকিবুরকে জেরা করার পরই জ্যোতিপ্রিয় সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পান তদন্তকারীরা। সেই সূত্র ধরেই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গত ২৬ অক্টোবর গ্রেফতার করা হয়। তারপর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চিঠির সূত্র ধরে বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্যকে গ্রেফতার করেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা।

এই দুই হেভি ওয়েট ছাড়াও তদন্তকারীদের আতশ কাঁচের তলায় রয়েছেন দুজনের পরিবারের সদস্যরাও। গোয়েন্দা সংস্থা দাবি করেছে, তদন্ত করতে গিয়ে প্রতিদিনই নতুন নতুন চমকপ্রদ তথ্য সামনে আসছে। ভবিষ্যতে আরও কোনও হেভি ওয়েটের নাম দুর্নীতি তদন্তে উঠে আসে কি না এখন সেদিকেই তাকিয়ে সবাই।

বিজেপিকে বিস্ফোরক মন্তব্য তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা : নিউজ সারাদিন : হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকা বাজারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে প্রতিবাদ সভা থেকে মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ ও বিজেপি নেতাদের বেনজির আক্রমণ মালতিপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা জেলা তৃণমুল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর।গ্রামে ঢুকতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি, জুতার মালা পরানোর নিদান।এদিন বক্তব্য রাখার সময় আব্দুর রহিম বক্সি বলেন,একদিকে মমতা ব্যানার্জি যখন উন্নয়নমূলক কাজ করছে তখন অন্যদিকে বিজেপিরা পশ্চিমবঙ্গটাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।তারা চেষ্টা করছে পশ্চিমবঙ্গটাকে কিভাবে ধ্বংস করে দেওয়া যায়। ভারতবর্ষের ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়।জেনে রাখো বিজেপির বন্ধু নরখাদকের দল, মানুষ হত্যাকারীর দল,নরখাদক যেমন মানুষের রক্তের জন্য খা খা করে বিজেপির ওই বড় নরখাদক আর কিছু দালাল পুষেছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে যারা টিভিতে মুখ দেখায় বিরোধী দলের নেতা হিসেবে। সেই নরখাদক জেনে রাখো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা তোমাদের ওই দাঁত হাত পা ভেঙে চুরমার করে দেবে।আগামী দিনে প্রত্যেকটা নরখাদকের দাঁত ভেঙে দেব আমরা। গরিব মানুষের স্বার্থে লড়াই হবে মমতা ব্যানার্জি নেতৃত্বে। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ পথ দেখাবে গোটা ভারতবর্ষকে।

আমরা দেখছি লোকসভা ভোটে এখানকার এমপি নতুন করে নেমে গেছেন রাস্তায়।গ্রামে গ্রামে ফুলের মালা গলায় পড়ছেন।কিছু মানুষকে আগে থেকেই টাকা দিয়ে দিচ্ছেন বলছেন তোরা ফুলের মালা তৈরি করে রাখিস আমি যখন গ্রামে ঢুকবো তখন পরিয়ে দিবি। টিভিতে দেখাবো আর বলবো গ্রামের মানুষ আমাকে খুব ভালোবাসে। জেনে রাখুন এমপি বাবু জেনে রাখুন বিজেপির বন্ধুরা খাটতে খাটতে ১০০ দিনের কাজে গরিব মানুষের পায়ের জুতোটা শেষ হয়ে গেছে সেই গরীব মানুষের পায়ের জুতোর মালা পরানো হবে।

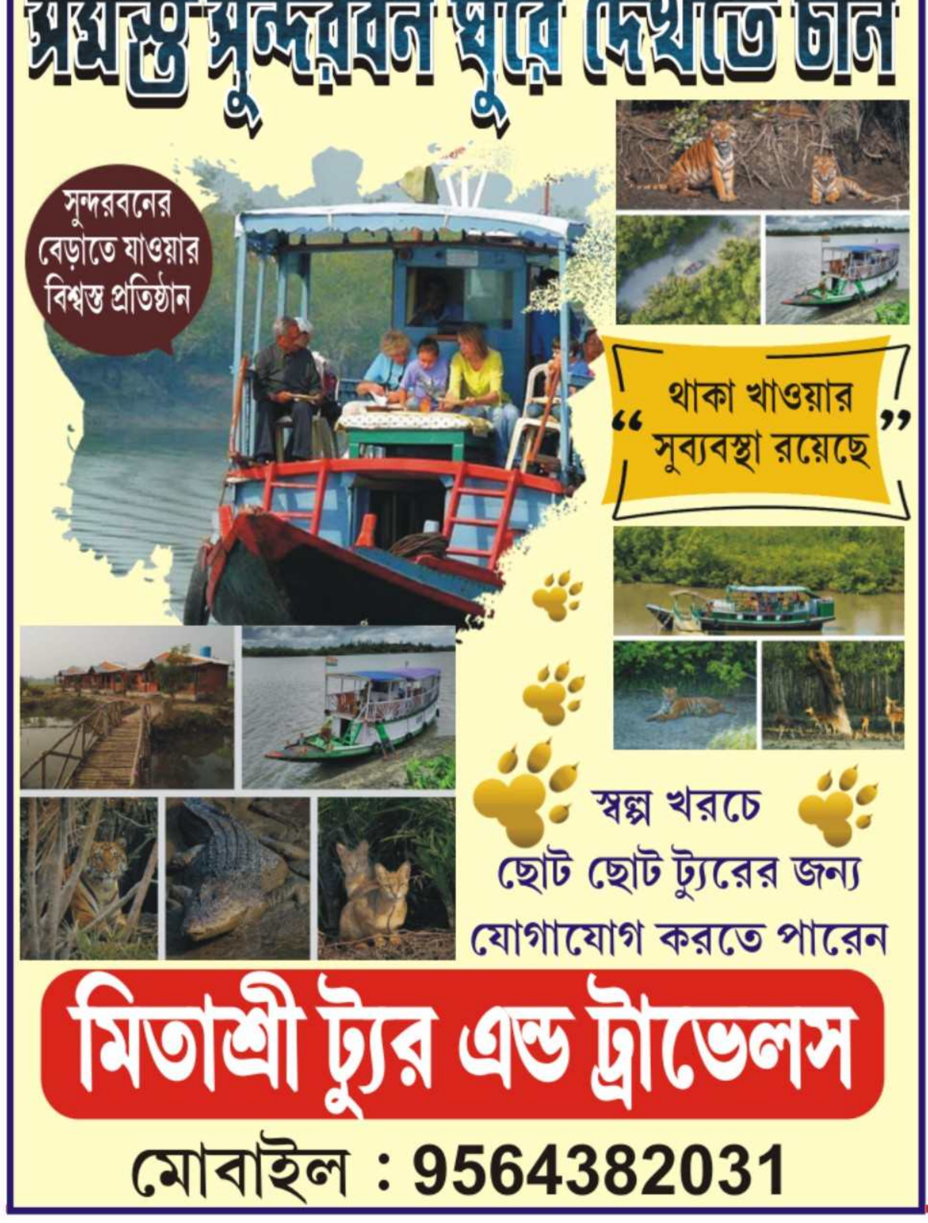

বিহারে আবার নীতীশের নেতৃত্বে এনডিএ সরকার?

ড:সমরেন্দ্র পাঠক. সিনিয়র সাংবাদিক, পাটনা/নয়া দিল্লি, ২৭ জানুয়ারী ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : বিহারে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই কি আবার নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ সরকার গঠন হতে চলেছে?এর সাথে সাথে জিতনকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার অফার করে নতুন খেলা খেলেছে মহাজোটের প্রধান অংশ আরজেডি। রাম মাঞ্জি।

রাজ্যে এই অশান্তির কারণে নতুন সমীকরণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।লোকসভা নির্বাচনে জেডিইউ-র সঙ্গে বিজেপি একত্রিত হওয়ায় এনডিএ-র এই প্রধান দলগুলি নিজেদের নিরাপদ মনে করতে পারে, কিন্তু এলজেপি রামবিলাস, এইচএএম এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার উদ্বেগ। নীতীশ মহাজোটে যোগ দেওয়ার পর এই ছোট দলগুলি বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ-তে গুরুতরভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

এলজেপি-র প্রধান সাংসদ রামবিলাস চিরাগ পাসোয়ান আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি প্রধান জেপি নাড্ডার সাথে দেখা করেছেন এই উদ্বেগ এবং বিষয়গুলি নিয়ে। পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মিঃ পাসোয়ান নিজেই এই তথ্যগুলি উল্লেখ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে মিঃ কুমার প্রথমে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মহাজোট এবং তারপর এনডিএ-তে যোগ দেওয়ার ঘোষণা।

সূত্রের মতে, মিঃ কুমার এখন আবার বিজেপির সাথে সরকার গঠন করবেন এবং রবিবার বা সোমবার শপথ নিতে পারেন। সূত্র অনুযায়ী, বিজেপির দুইজন উপমুখ্যমন্ত্রী থাকবেন এবং মন্ত্রিসভায় অর্ধেক অংশ থাকবে।কোন মন্ত্রী হবেন কোন কোটা থেকে? এটি চূড়ান্ত করা হচ্ছে।এর সাথে লোকসভা নির্বাচনের আসনও চিহ্নিত করা হয়েছে।জেডিইউ ১৬টি এলাকার নামও জমা দিয়েছে। অন্য ছোট দলগুলি সম্পর্কে এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না।এর পরেই বিহারে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে ৯মবারের মতো এনডিএ সরকার গঠন করা হবে।

"সাগর থেকে পাহাড় বুঝে নাও অধিকার"

ওয়েলফেয়ার পার্টির অধিকার যাত্রা

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা : নিউজ সারাদিন : বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত অনৈতিক ও অমানবিকভাবে কেবল সংখ্যাধিক্যের বলে দেশের জনগণের সংবিধান স্বীকৃত অধিকারগুলো ছিনিয়ে নেওয়ার ফ্যাসিবাদী তৎপরতা শুরু করেছে। দেশের আশি শতাংশ মানুষ পিছড়েবর্গ তথা পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের বেঁচে-বেড়ে ওঠার স্বার্থে এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধায় সংখ্যানুপাতিক ভাগিদারী নিশ্চিত করতে সংবিধান তাদেরকে সংরক্ষণের অধিকার দিয়েছে। এই সংবিধান প্রদত্ত অধিকার অর্জন তখনই সম্ভব হবে যখন

জাত ভিত্তিক অদমসুমারীর মাধ্যমে দেশের জনবিন্যাসের সঠিক চিত্র দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট হবে। ক্ষমতাসীন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বর্ণগত কায়েমী স্বার্থে ঈধংঃ ঈবহংং বা জাত ভিত্তিক আদমসুমারী বিরোধী অবস্থান নিয়ে মেহনতী মানুষের সাংবিধানিক অধিকার হরণ করছে। স্বাধীন মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা Freedom of Speech গণতন্ত্রে একটি স্বীকৃত অধিকার। দূর্ভাগ্যজনক ভাবে এই অধিকারও আজ ভুলুণ্ঠিত।

স্বাধীন মত প্রকাশেধর অপরাধে হাজার হাজার সাংবাদিক, ছাত্র ও সমাজকর্মীকে আজও জেলে পচে মরতে হচ্ছে। শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করলেই হত্যা, গুম ও কারাবাস অবধারিত। এমনকি, বিশ্বের বৃহত্তম গনতন্ত্রের দেশ ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান মহান জাতীয় সংসদে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরাও শাসক বিরোধী প্রশ্ন উত্থাপনের অপরাধে বহিষ্কৃত হচ্ছেন। মত প্রকাশের অধিকার হরণের মধ্য দিয়ে স্বৈরশাসকের নগ্ন চেহারা প্রকটিত হচ্ছে।

অপরদিকে শিক্ষিত চাকুরিপ্রার্থী যুবক-যুবতীরা বছরের পর বছর রাজপথে পড়ে রয়েছে। তাদের চাকুরির ন্যায্য অধিকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সরকার নানা অজুহাতে নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত করছে। তদুপরি চাকরি বিক্রির ব্যবসায়ী নেতা-মন্ত্রীরা যোগ্য প্রার্থীদের প্রতারিত করে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার খর্ব করেছে।

সর্বপরি বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের যে সুর সংবিধানে আমাদের প্রাজ্ঞ সংবিধান প্রণেতাগন বেঁধে দিয়েছিলেন,তাকে নস্যাৎ করে অজ্ঞ রাজনীতির ব্যাপারীরা আজ এককেন্দ্রিক বৈচিত্র বিনাশীওএক নিশান, এক বিধান ও এক প্রধান্ন এর ধুয়ো তুলে মনুবাদী রাষ্ট্র কায়েমের মধ্য দিয়ে দেশের আমজনতাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বা দাসে পরিণত করার হীনচক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

এই অধিকার বঞ্চিত কোটি কোটি ভারতবাসীর রোটি-কাপড়া-মাকান-স্বাস্থ্য-শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক অধিকারগুলো আদায়ের আপোষহীন সংগ্রামের দীপ্ত শপথ নিয়ে ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখা ১৯শে জানুয়ারী থেকে ৩০শে জানুয়ারী, ২০২৪ "সাগর থেকে পাহাড়, বুঝে নাও অধিকার" শীর্ষক অধিকার যাত্রার আয়োজন করেছে। অধিকার বঞ্চিত মানুষের পক্ষের এই আয়োজনে আপনাকে স্বাগতম।

অধিকার কেউ দেয়না কাউকে, অধিকার বুঝে নিতে হয়। প্রয়োজন হলে বুকের তপ্ত রক্তও দিতে হয় বলেও বার্তা দেন ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য সম্পদক মোহাম্মদ শাজাহান আলী।

২ পাতার পর

সরস্বতী পূজার অভিনব থিম "প্রেমেও আছি, রাজনীতিতেও আছি" সৌজন্যে হিন্দুমহাসভা

উল্লেখ্য এবারের সরস্বতী পূজার দিন পড়েছে ১৪ই ফেব্রুয়ারী বা বিশ্ব ভালোবাসার দিবসে । আবার এই বছরই অনুষ্ঠিত হতে চলা লোকসভা নির্বাচনে প্রায় পঁচাত্তর বছর পর দলগত ভাবে অংশগ্রহণ করতে চলেছে হিন্দুমহাসভা । তাই এই দুইটি বিষয়কে এক বিন্দুতে এনে হিন্দুমহাসভার সরস্বতী পূজার থিমটি হতে চলেছে যথেষ্ট চমকপ্রদ "প্রেমেও আছি, রাজনীতিতেও আছি ।" বিশেষজ্ঞ মহলের অনুমান মূলত তরুণ প্রজন্মকে কাছে টানতে এবং বার্তা দিতেই এই রকম সাহসী বিষয়কে সরস্বতী পূজার থিম হিসেবে চয়ন করেছে হিন্দু মহাসভা । চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য প্রেম ভালোবাসা বিষয়টি শুধুমাত্র একমুখী অর্থ বহন করেনা, প্রেম এই দুই অক্ষরের শব্দটির গভীরতা অনেক । আজ পৃথিবীতে এত হিংসা, ঘৃনা, বিদ্বেষ এবং জিঘাংসা বেড়ে গেছে তার প্রকৃত উপসম করতে পারে একমাত্র প্রেম ভালোবাসা ও পারস্পরিক সম্মান । নারী পুরুষের প্রেম ভালোবাসা বা বিবাহের ক্ষেত্রেও জাতি,ধর্ম,বর্ণ আর্থিক অবস্থা এমনকি লোকমুখে বহুল প্রচলিত লাভ জিহাদ, ঘরবাপসি ইত্যাদির মত ধর্মীয় মৌলবাদী আগ্রাসন কিছুই আসা উচিৎ নয় । এর পাশাপাশি এই সরস্বতী পূজার থিমের আরেকটি অংশ হচ্ছে রাজনীতি । এখানেও হিন্দুমহাসভার রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় বাবুর স্পষ্ট বক্তব্য একজন তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি যার ১৮ বছর বয়সে ভোটাধিকার হয়ে যায় তাদের মন দিয়ে লেখাপড়া করার পাশাপাশি অবশ্যই দেশ ও দশের ভালোর জন্য দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বোঝার চেষ্টা করা উচিৎ এবং অবশ্যই নতুন প্রজন্ম বা তরুণ ভোটারদের বেশি বেশি করে ভোট দেওয়া ও রাজনীতি করা উচিৎ । একজন সৎ, নির্ভীক এবং নিরপেক্ষ রাজনীতিবিদই পারে দেশের অনেক সমস্যার সমাধান করতে এবং রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রাজনৈতিক সৌজন্য ফিরিয়ে আনতে । রুবি হাসপাতাল মোড়ের বহু চর্চিত ও জনপ্রিয় দুর্গাপূজা আয়োজনের পর হিন্দুমহাসভার টালিগঞ্জের সরস্বতী পূজাও যে দেশে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসতে চলেছে সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ।

২ পাতার পর

রেলপথ দ্রুত নির্মাণ করার দাবিতে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের গন কনভেনশন

পরিষদের সম্পাদক শান্তি রঞ্জন দেব, হাওড়া-কাটোয়া সুবার্বন প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, ইউনাইটেড ফোরাম অফ রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ বসু, মুর্শিদাবাদ প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এ আর সরকার, নবদ্বীপ ধাম স্টেশন কমিটির সম্পাদক সৌমেন অধিকারী, নবদ্বীপ পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্মল কান্তি দেব সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এছাড়াও ছিলেন দুটি প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক সদস্য। আন্দোলনকারী প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের দাবি অবিলম্বে ভাগীরথীর নদীর উপর অর্ধ সমাপ্ত সেতুর(ফরেষ্টডাঙ্গা,মহিশুড়া ও নবদ্বীপ)রেলপথের দ্রুত নির্মাণ করতে হবে রেল দপ্তরকে। এই দাবিতেই এদিনের গণ কনভেনশনের আয়োজন বলে দাবি দুই প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের। কৃষ্ণনগর থেকে আমঘাটা পর্যন্ত রেল লাইন বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। রেল লাইনের পাশ দিয়ে রাস্তা কাজ, ইলেকট্রিক পোল বসানো, রাস্তার দুধারে রেলপোল দিয়ে ব্যারিকেড চলছে। বেশ কিছুদিন আগে কৃষ্ণনগর একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে চৌরাস্তার মোড়ে চার গেটে যাতে রেলগেট বসানো হয় তার জন্য গণস্বাক্ষর নেওয়া হয়েছিল। মোটের ওপর দ্রুত এই রেলপথ চালু করার জন্য নবদ্বীপ বাসিসহ সমস্ত জনসাধারণের দাবি।এই রেল পথ চালু হলে দ্রুত মানুষ শিয়ালদাহে পৌঁছাতে পারবে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০২৭ সংখ্যা ২৮ জানুয়ারী, ২০২৪ রবিবার ১৩ মাঘ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

হাইকোর্টের সংঘাত সুপ্রিম কোর্টে, নোটিস ধরানো হল রাজ্যকে

এবার রাজ্য সরকারকে নোটিস ধরাল সুপ্রিম কোর্ট। মেডিক্যাল দুর্নীতি মামলার বিচারপ্রক্রিয়ার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশও দেওয়া হল। স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে সিবিআই তদন্তের উপরও। সোমবার শীর্ষ আদালতে এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। গোড়াতেই প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় জানিয়ে দেন, আপাতত হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেওয়া হচ্ছে।এদিন শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। সশরীরে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি বি আর গাভাই, বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু। অনলাইনে শুনানিতে যোগ দেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল সওয়াল করেন। রাজ্যের তরফে সওয়াল করেন সিব্বল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন সিঙ্ঘভি।আপাতত এ নিয়ে কোনও শুনানি হবে না হাইকোর্টে। পাশাপাশি, বাকি যাঁদের বক্তব্য শোনার কথা রয়েছে, তা সোমবার শোনা হবে। অর্থাত এফআইআর দায়ের করে সিবিআই-কে যে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়, তাতে স্থগিতাদেশ দেওয়া হল। পাশাপাশি, ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি সৌমেন সেন যে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ করে, তার উপরও স্থগিতাদেশ এল। মেডিক্যাল দুর্নীতি নিয়ে রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতে দুই বিচারপতির মধ্যে সংঘাত গিয়ে পৌঁছয় সুপ্রিম কোর্টে। সেই নিয়ে শনিবার বিশেষ শুনানিপর্ব শুরু হয় দেশের শীর্ষ আদালতে। শুনানি চলাকালীন হাইকোর্টে মেডিক্যালে ভর্তি মামলার যাবতীয় শুনানিতে স্থগিতাদেশ দেয়। এর পর রাজ্য এবং সিবিআই-কে নোটিস ধরানো দেওয়া হয়। আপাতত কলকাতা হাইকোর্টে এ নিয়ে কোনও শুনানি হবে না। সোমবারের পর এ নিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। শীর্ষ আদালতে এ নিয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, "সাধারণ পরিস্থিতিতে এটা করা যায় না। ফাঁসি বা বাড়ি ভাঙার মতো পরিস্থিতি হলে আলাদা কথা।" সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে ডিভিশন বেঞ্চের স্থগিতাদেশ দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। যদিও প্রধান বিচারপতি জানান, কিছু পরিস্থিতিতে এমনটা হতেই পারে। রাজ্যের হয়ে আদালতে সওয়াল করছিলেন বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল। হাইকোর্টের বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশের উপর রাজ্য সরকারের হয়ে এসএলপি দাখিল করেন তিনি।এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে আদালতে ছিলেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। তিনি জানান, এর আগেও আবেদন জানিয়েছিলেন শীর্ষ আদালতে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে বিভিন্ন সময় অভিষেকের নাম টেনে আনা হয়েছে। যে মামলায় অভিষেক যুক্তই নন, সেখানেও তাঁর নাম টেনে আনা হয়। তাই এই মামলায় তাঁরা যুক্ত হতে চান। এতে আপত্তি জানান সলিসিটর জেনারেল। কিন্তু অভিষেকের আইনজীবীকে মামলায় যুক্ত হতে অনুমতি দিয়েছে শীর্ষ আদালত। যে মহিলা কলকাতা হাইকোর্টে মামলাটি দায়ের করেন, তিনিও চাইলে যুক্ত হতে পারেন মামলায়।

হাইকোর্টের দুই বিচারপতির মধ্যে যে সংঘাত, পরস্পরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা, সেই নিয়ে আজ কোনও শুনানি হয়নি শীর্ষ আদালতে। আগামী দিনে বিষয়টি উঠতে পারে শীর্ষ আদালতের বেঞ্চে।হাইকোর্টের ইতিহাসে বেনজির সংঘাতে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করেছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিচারপতি সৌমেন সেনের সংঘাত নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করা হয়েছে। গত ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি হাইকোর্টে যা ঘটে, তা নিয়ে শুনানিতে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা হয়। বিশেষ বেঞ্চে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি বি আর গাভাই, বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু ছিলেন। এজলাসে ছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা, অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরামানি। উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী কপিল সিব্বল, অভিষেক মনু সিঙ্ঘভিরা।

মোবাইল ঘাঁটা নিয়ে কঠোর নির্দেশ পুলিশে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভিভিআইপির সভা বা সমাবেশে ডিউটি করার সময় পুলিশকর্মীরা মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন না। এমনকি পুলিশকর্মী থেকে অফিসারেরা ভিভিআইপির দিকে পিছন ফিরে ডিউটি করবেন। পাশাপাশি ভিভিআইপি নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ডিরেক্টর সিকিউরিটির সঙ্গে জেলা পুলিশের সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।

নবান্ন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের মধ্যে যাতে কোনও গাড়ি না ঢোকে তার জন্য পুলিশ সুপার এবং কমিশনারদের বলা হয়েছে। কারণ, বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল পুলিশের ওই গাড়িটি। তাই বৈঠকে শীর্ষকর্তারা জোর দিয়েছেন সমন্বয়ের ওপরে। এর সঙ্গেই যাতে পুলিশকর্মীরা নির্দিষ্ট সময়ে এসে ডিউটি বুঝে নেন তার জন্যও নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তবে সূত্রের দাবি, শুধু মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্যই নয়, সামনে লোকসভা ভোট রয়েছে। সে সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ অন্য ভিভিআইপিদের রাজ্যে আসার কথা। তাঁদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই বৈঠকে জেলার পুলিশ সুপারদের ওই নির্দেশ পালন করতে বলা হয়েছে।সম্প্রতি বর্ধমানে দুর্ঘটনার মুখে পড়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়। তার পরেই বৃহস্পতিবার দুপুরে সব জেলার পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারদের নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। ওই বৈঠকে ছিলেন ডিরেক্টর সিকিউরিটি পীযূষ পাণ্ডে। সেখানেই পুলিশকর্তাদের ওই নির্দেশ মেনে চলতে বলা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিক জানান, ভিভিআইপিদের নিরাপত্তার জন্য যে এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেট প্রসিডিওর) রয়েছে, তাই যেন মেনে চলতে বলা হয়েছে বৈঠকে।উল্লেখ্য, বুধবার প্রশাসনিক সভার জন্য বর্ধমানে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই সভা শেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় একটি গলির ভিতর দিয়ে রাস্তায় ওঠার মুখে তাঁর গাড়ির সামনে চলে আসে পুলিশেরই একটি গাড়ি (সূত্রের খবর ওই গাড়িটি জেলার পুলিশ সুপারের এসর্কট গাড়ি)। সংঘর্ষ এড়াতে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির চালক আচমকা ব্রেক কষলে ড্যাশ বোর্ডে মমতার মাথা ঠুকে যায় বলে অভিযোগ।

পুলিশের একটি অংশের দাবি, বর্তমানে স্মার্ট ফোনের যুগে পুলিশকর্মীদের বড় একটি অংশ ডিউটির সময়ও ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এমনকি আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কাজের সময়ে বাহিনীর অনেকে মোবাইলে খুটখাট করতে থাকেন। যাতে সমস্যা তৈরি হয় বলে দাবি পুলিশের ওই অংশের। তাই কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের মোবাইল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এ দিনের বৈঠকে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সবটাই আমাদের কাছে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ, পৌরাণিক কাহিনী সম্পর্কে বেশ অনেক তথ্যই রয়েছে যা অনেকেরই আজও অজানা। এই সমস্ত গোপন তথ্য আপনার জীবনেও মিরাকেল ঘটাতে পারে। এমনই বেশ কিছু গোপন তথ্য রয়েছে শিব এবং পার্বতীকে নিয়েও। শিব হলেন হিন্দু ধর্মের প্রধান তিন দেবতার মধ্যে অন্যতম।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অজানা আজও সুন্দরবনের ইতিহাস

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

পাল, সেন, গুপ্ত, শুঙ্গ, মৌর্য যুগের নিদর্শন। বিজয় সেন, লক্ষণ সেন, পাঠান ও মোগল, বারোভূঁইয়া, ইংরাজরা শাসন করেছে সুন্দরবন। পরে সম্রাট আকবরের সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে আরাকান দেশ থেকে এসে পর্তুগীজ (১৬২৮-১৬৩৩) ও মগ (১৭১৮-১৮০০) জলদস্যুরা এই বনবাসীদের উপর অত্যাচার করেছে। সীমাহীন অত্যাচারে এক সময় জনশূন্য হয়ে পড়ে ছিল সুন্দরবন। আবার বারবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও ধ্বংস হয় এখানকার জনপদ।এদিকে

মানুষের ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি, সুন্দরবনের সেই ইতিহাসের শুরু হয়েছে মুঘল আমলে। সেই সময়েই, সম্ভবত ১২০৩ সালে প্রথম এক রাজা পুরো সুন্দরবনের ইজারা নেন। তখন থেকেই বনটি মুঘল রাজাদের অধীনে ছিল। অন্যদিকে ১৭৫৭ সালে বাংলার ইতিহাসে এক বড় পালাবদল ঘটে। হ্যাঁ, পলাশীর যুদ্ধে হেরে যান নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। আর দুর্বল মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার ইজারা নিয়ে নেয় বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে তারা সুন্দরবনেরও ইজারা নেয়। আর ওরাই প্রথম সুন্দরবনের একটা মানচিত্র তৈরি করে। সেই মানচিত্র অনুযায়ী,প্রাক-মোগল আমল থেকে সুন্দরবনে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল মানুষের বাস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বারবার মগ ও পর্তুগীজদের হামলায় ধ্বংস হয়েছিল এই বনাঞ্চল। ইংরাজ আক্রমণের পর আবার নতুন করে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। বাখরগঞ্জ, খুলনা ও দুই ২৪ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন অংশে পাওয়া ধ্বংসাবশেষ থেকে তার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দের কাছাকাছি বহু জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে ছিল সুন্দরবনে। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে বৌদ্ধধর্মের মূল বিস্তার ঘটেছিল। সেন আমল থেকেই এই জাতির একটি গোষ্ঠীর প্রবল চাপে জন্ম হয়েছিল বিভিন্ন জাতির। বর্তমানে এখানে পৌণ্ড্র, ক্ষত্রিয়, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, মুন্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও, দাস, দেবদাসী জাতি মানুষের বাস।এদিকে

১৮০০ শতকে রাঁচি, সিংভূম, মানভূম, পালামৌ, ছাপরা, হাজারিবাগ থেকে মুন্ডাদের শ্রমিকের কাজ এবং জঙ্গল হাসিল করাতে সুন্দরবনে এনে ক্রীতদাস করে রাখা হতো। তৎকালিন মগ জলদস্যুদের অনেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলাম্বী ছিল। সুন্দরবন ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বেশকিছু মগ-পরিবার সাগরদ্বীপ ও ক্যানিং, মগরাহাট, জয়নগর-সহ আশপাশ এলাকায় আত্মগোপন করে ছিল। আজও রয়ে গিয়েছে। পৌন্ড্র জাতিই ছিল মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ৪মে (২১শে বৈশাখ) বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে আজও দিনটি শ্রদ্ধা ও পবিত্রতার সঙ্গে সুন্দরবনে পালিত হয়।তবেই বাংলা বৃটিশ সরকারের অধীনে চলে যায় কোন সালে বলো তো? ১৮৫৬ সালে, সিপাহী বিদ্রোহের পরপর। ওদিকে সুন্দরবন কিন্তু আরও আগেই চলে গিয়েছিল বৃটিশ সরকারের অধীনে, ১৮২৮ সালে। আর তার পরের বছরই এল টি হজেস নামের এক বৃটিশ ভদ্রলোক বনটিতে প্রথম জরিপ চালান।

১৮৬০ সালে বাংলায় বন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই বনটিকে বন বিভাগের দায়িত্বে দেয়া হয়। কিন্তু সুন্দরবনে বন বিভাগের পুরো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত লেগে যায়। তখনও অবশ্য সুন্দরবনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। তাই বন বিভাগও ঠিকমতো দেখাশুনা করতে পারছিল না। পরে ১৮৭৮ সালে বনটিকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা দিলে পরের বছর থেকেই সুন্দরবন শুধুই বন বিভাগের অধীনে চলে যায়।

তবে সুন্দরবনে জরিপ করা সবসময়ই ছিল খুবই কঠিন। কেন বলো তো? আরে, এই বনটা যে ভয়ানক সব জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ। ওখানে বাঘ আছে, কুমির আছে, অজগর সাপ আছে। তারপরও আগে যে জরিপগুলো হয়েছিল, তাতে এই বনের সীমানা হিসেবে বলা হয়েছিল পশ্চিমে হুগলী নদী থেকে পুবে মেঘনা নদী পর্যন্ত। আর মোট আয়তন হিসেব করা হয়েছিল ১৬ হাজার ৯০২ বর্গকিমি। শুধু বাংলাদেশ নয়। আমাদের দেশের উপমহাদেশের ইতিহাসেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর ১৯৪৭ সাল। কারণ, সেই বছরে যে উপমহাদেশটিকেই ভাগ করা হলো; তা-ও কিনা ধর্মের ভিত্তিতে! সে যাই হোক, তখন বাংলা প্রদেশের হিন্দুপ্রধান অংশটা গেল ভারতের ভাগে। আর মুসলিমপ্রধান আমাদের অংশটা গেল পাকিস্তানের ভাগে। তাই সুন্দর এই বনটাও কাটা পড়লো। বড় অংশটা অবশ্য আমাদের ভাগেই এল; আমাদের ভাগে পড়লো ৬০%, ভারতের ভাগে পড়লো ৪০%।তবে ২০১১ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষা অনুসারে ভারতীয় সুন্দরবনের মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২ টি। এর মধ্যে মাত্র ৫৪ টি দ্বীপে মানুষের বসবাস। ৫৪ টি দ্বীপকে ১৯ টি ব্লকে প্রশাসনিক বিভাগ করা হয়েছে, লোকসংখ্যা ৩৭ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩৫৬ জন। সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা সাগরদ্বীপে, ৫০ লক্ষেরও বেশি। ৫৪ টি দ্বীপে আছে ৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, সদস্য সংখ্যা ১,৩৩,৩৬৫ জন। বাকি ৪৮ টি দ্বীপ নিয়ে ম্যানগ্রোভ অরণ্য ও বন্যপ্রাণী।সবচেয়ে বেশি দ্বীপ রয়েছে প্রাথরপ্রতিমা ব্লকে, মোট ১৩ টি; গোসাবা ব্লকে ৯ টি, নামখানা ব্লকে ৫ টি, সন্দেশখালি ব্লকে ৬ টি আর হাড়োয়া ব্লকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে ৫ টি দ্বীপ। এটি গেল সুন্দরবনের ভৌগোলিক অবস্থান! তবে সুন্দরবন বিশ্ব দরবারে এতটা নাম কিসের কারণে? সেসব ইতিহাস তথ্য পরিবেশন যদি না করি এই লেখার মধ্যে অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে ।সুন্দরবন সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি হিসেবে অখন্ড বন যা বিশ্বে সর্ববৃহৎ অববাহিকার সমুদ্রমূখী সীমানা । এই বনভূমি গঙ্গাও ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় অবস্থিত এবং বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত । ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশে। সুন্দরবন ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পায়।"সুন্দরবন"-এর আক্ষরিক অর্থ "সুন্দর জঙ্গল" বা "সুন্দর বনভূমি"।সুন্দরী গাছ থেকে সুন্দরবনের নামকরণ হয়ে থাকতে পারে, যা সেখানে প্রচুর জন্মায়। অন্যান্য সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এরকম হতে পারে যে, এর নামকরণ হয়তো হয়েছে "সমুদ্র বন" বা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

হৃত্বিক-দীপিকার 'ফাইটার' সিনেমার যেসব দৃশ্য কাটার নির্দেশ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড তারকা হৃত্বিক-দীপিকার 'ফাইটার' সিনেমা নিয়ে ভক্তদের মাঝে চলছে তুমুল উত্তেজনা। চলতি বছরের বিশাল বাজেটের সিনেমার অন্যতম এ জুটির অভিনীত 'ফাইটার'। এখন সবাই এ সিনেমার বক্স অফিস কালেকশনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

এরই মধ্যে শুরু হয়েছে এ সিনেমার টিকিটের অগ্রিম বুকিং। জানা গেছে, টিকিট বিক্রিও হচ্ছে ব্যাপক পরিমাণে।

কিন্তু এবার শোনা গেল সেন্সর বোর্ডের কাঁচি চালানো হয়েছে 'ফাইটার'র সিনেমার বেশ কিছু দৃশ্যে।

সিনেমা মুক্তির আগে রিভিউ শেষ করল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন। সিদ্ধার্থ আনন্দের 'মারফ্লিক্স এন্টারটেনমেন্ট' ও 'ভায়াকম ১৮ স্টুডিওজ'র তৈরি 'ফাইটার' হচ্ছে ভারতের প্রথম অ্যারিয়াল অ্যাকশন ফিল্ম।

হৃত্বিক রোশন, দীপিকা পাড়ুকোন, অনিল কাপুরের এ সিনেমায় অন্যতম তিন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব, লড়াই নিয়ে তৈরি এ সিনেমার অভিনেতারা মূলত ফাইটার পাইলটের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

ভারতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন এ সিনেমায় মোট ৪টি কাটের দৃশ্য নির্দেশ দিয়েছে। 'ধূমপান বিরোধী সতর্কবার্তা' হিন্দিতে উল্লেখ করতে বলা হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। বেশ কিছু সংলাপে খারাপ কথা বা 'খারাপ শব্দ' মিউট করে দেওয়া হয়েছে বা পরিবর্তন করে ফেলা হবে।

এর মধ্যে একটি ছিল সিনেমার ৫৩ মিনিটের মাথায় এবং অপরটি ১ ঘণ্টা ১৮ মিনিটের মাথায়। 'সিবিএফসি' (সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন) সিনেমার নির্মাতাদের কিছু 'যৌন ইঙ্গিতকারী দৃশ্য' সরিয়ে ফেলতে বলেছে বলেও জানা যাচ্ছে।

টিভিতে খবর দেখা যাচ্ছে এমন দৃশ্যগুলোকে শুধুমাত্র অডিও দিয়ে পরিবর্তন করতে বলা হয়েছে। এসব কাটছাঁটের পর 'ফাইটার' সিনেমাটি ইউ/এম ছাড়পত্র পেয়েছে। শুক্রবার এ ঘটনা ঘটেছে। 'ফাইটার' সিনেমাটি ২ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট সময়সীমার। গত বছর ২৫ জানুয়ারি মুক্তি পাওয়া 'পাঠান' সিনেমার পর দ্বিতীয়বার সিদ্ধার্থ আনন্দ ও দীপিকা পাড়ুকোন সিনেমাও এবার সেন্সর বোর্ডের দৃশ্য কাটার মুখে পড়ল। 'পাঠান' সিনেমা 'বেশরম রং' গানটির জন্য সেন্সর বোর্ডে ধাক্কা খেয়েছিল শাহরুখের সিনেমা। কিছু নির্দিষ্ট দৃশ্য বাদ দিয়ে অন্য শট দিয়ে গানটি রাখা হয় সিনেমায়।

সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা হলেন মুনমুন সেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কিংবদন্তি নায়িকা সুচিত্রা সেনের কন্যা মুনমুন সেন পাবনার 'সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের' প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নরেশ চন্দ্র মধু এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, তার সাথে কথোপকথনের একপর্যায়ে সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সংযুক্ত হওয়ার জন্য মুনমুন সেনকে আহবান জানান তিনি। তার আহবানে একটি মেসেজের মাধ্যমে পরিষদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার কথা নিশ্চিত করেন মুনমুন সেন।

সুচিত্রা সেনের মেয়ে মুনমুন সেন ভারতীয় অভিনেত্রী। তিনি বাংলা, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, মালায়াম, মারাঠি এবং কন্নড় ছবিতে অভিনয়ের জন্য পরিচিত। তিনি বলিউড সিনেমায়ও অভিনয় করেছেন। ১৯৮৭ সালে সিরিভেন্নেলা ছবিতে অভিনয়ের জন্য তিনি অন্ধ প্রদেশের নন্দী সেরা সহ-অভিনেত্রীর পুরস্কার অর্জন করেন।

সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদেও ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. রাম দুলাল ভৌমিক বলেন, এটি নি:সন্দেহে আমাদের জন্য আনন্দের খবর। মুনমুন সেন ইতিমধ্যে তার মা সুচিত্রা সেনের ব্যবহৃত শাড়ী, বই ও একটি ছবি পরিষদকে প্রদান করেছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সুচিত্রা সেনের স্মৃতি রক্ষার্থে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

জটিলটা কাটিয়ে ওটিটিতে 'অ্যানিমাল' মুক্তির পথ খুলেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ওটিটি প্ল্যাটফর্মে বলিউডের 'অ্যানিমাল' সিনেমা মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়েছে। সিনেমাটির সহ প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ওওয়ান স্টুডিওস লিমিটেড'র সঙ্গে মূল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 'টি-সিরিজ' সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ায় আগামী ২৬ জানুয়ারি 'অ্যানিমাল' মুক্তি পাচ্ছে নেটফ্লিক্সে।

ওয়ান স্টুডিওস লিমিটেড' ওটিটিতে এ সিনেমার মুক্তির ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে দিল্লি হাই কোর্টে মামলা করেছিল। মামলায় 'টি-সিরিজের' বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছিল। ওই মামলার প্রথম শুনানি হয় গত শুনানিতে দুই পক্ষের দুই আইনজীবী সন্দীপ শেঠি ও অমিত সিব্বাল আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছেন, তারা (টি-সিরিজ, ওয়ান স্টুডিওস লিমিটেড) চুক্তি নিয়ে একটি মীমাংসায় পৌঁছেতে পেরেছেন।

'টি-সিরিজ' এর আইনজীবী সিব্বাল ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, মিটমাটের বিষয়টি লিখিতভাবে আদালতকে জানিয়েছেন তারা। এছাড়া 'টি-সিরিজ' এক বিবৃতিতে বলেছে, আশা করা যায় আগামী ২৬ জানুয়ারি পূর্বনির্ধারিত তারিখেই নেটফ্লিক্সের দর্শকরা 'অ্যানিমাল' দেখতে পাবেন। মামলা নিষ্পত্তির জন্য বুধবার (২৪ জানুয়ারি) ফের শুনানির দিন ঠিক করেছেন বিচারপতি সঞ্জীব নরুলা।

ওয়ান স্টুডিওর ভাষ্য, চুক্তিতে ছিল 'অ্যানিমাল' থেকে রোজগার হওয়া ৩৫ শতাংশ লাভ ভাগাভাগি হবে দুই প্রযোজনা সংস্থার মধ্যে।

গত ১ ডিসেম্বর মুক্তির পর 'অ্যানিমাল' বক্স অফিসে দাপিয়ে চললেও 'টি-সিরিজ' চুক্তি অনুযায়ী লাভের ভাগ দেয়নি বলে ওয়ান স্টুডিও লিমিটেডের অভিযোগ। কোন খাতে কত খরচ হয়েছে সে বিষয়েও কোনো তথ্য জানায়নি 'টি-সিরিজ'। সে কারণে দিল্লি হাই কোর্টে তারা মামলা দায়ের করে।

ওই অভিযোগ অস্বীকার করে 'টি সিরিজ' কর্তৃপক্ষ বলেছিল, তারা চুক্তির নিয়ম মানতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ওই চুক্তিতে বলা হয়, 'অ্যানিমাল' মুক্তির ৬০ দিনের মধ্যে সহ প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানকে যাবতীয় তথ্য জানানো হবে। মুক্তির পর দেড় মাস পেরিয়ে গেলেও এই কাজের জন্য 'টি-সিরিজের' হাতে 'যথেষ্ট সময় আছে'।

'অ্যানিমাল' এর দৈর্ঘ্য ৩ ঘন্টা ২১ মিনিট হলেও, ওটিটির জন্য আরও ৮ মিনিট বাড়িয়ে সিনেমাটি দাঁড়িয়েছে ৩ মিনিট ২৯ সেকেন্ডে। নায়িকা রাশমিকা মানদানার সঙ্গে নায়ক রাণবীর কাপুরের সেন্সরে বাদ পড়া দৃশ্য ওটিটির সংস্করণে যোগ করেছেন পরিচালক।

দেড়শ কোটি রুপির বাজেট নিয়ে নির্মতা সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা হাত দিয়েছিলেন সিনেমা নির্মাণে। দেশ-বিদেশ মিলিয়ে দেড় মাসে প্রায় ৮০০ কোটি রুপির বেশি রোজগার করেছে সিনেমাটি। রণবীর, রাশমিকা মানাদান, অনিল কাপুরের এই সিনেমা আরও আলোচিত হয়েছে ধর্মেন্দ্র পুত্র ববি দেওলের কারণে। খল চরিত্রে ববির ২০ মিনিটের অভিনয় ফিরিয়ে এনেছে তার হারানো ক্যারিয়ার।

'বিগ বস' ফাইনালের আগে স্ত্রী অঙ্কিতার কাছে কেন ক্ষমা চাইলেন ভিকি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'বিগ বস-১৭'-এর ফাইনালের বাকি আছে মাত্র ৬ দিন। যেখানে মোট ১৭ জন প্রতিযোগীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চর্চিত অঙ্কিতা লোখাণ্ডে। তার ইচ্ছে ছিল স্বামী ভিকি জৈনকে নিয়ে আসবেন। অবশেষে পূরণ হয় অঙ্কিতার সেই বাসনা। তবে অনুরাগীরা ভেবেছিলেন, জুটিতে যখন আসছেন, স্বামীর সঙ্গে তার দাম্পত্য প্রেমের দিকটাই দেখতে পাবেন তারা। তবে হয়েছে উল্টোটা। নিত্য দিন অশান্তি লেগেছে তাদের মাঝে। এর আঁচ পড়েছে ভিকি-অঙ্কিতার পরিবারে। দিন কয়েক আগে স্বামীকে ডিভোর্স দেওয়ার কথাও জানান এ অভিনেত্রী। ঝগড়া থেকে শুরু করে একে অপরের প্রতি কটূক্তি কল্প কোনও কিছুই বাদ রাখেননি তারা। এছাড়া বিভিন্ন সময় অন্য প্রতিযোগীদের সামনে অঙ্কিতাকে অপমানও করেছেন ভিকি। এছাড়া অভিনেত্রীর শাশুড়িও দুষেছেন বৌমাকেই। তবে এবার হঠাৎ অঙ্কিতার কাছে ক্ষমা চাইলেন তার স্বামী। তা-ও আবার সাংবাদিকদের সামনে। কথা দিলেন, আর কখনও স্ত্রীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন না। বরং আরও বেশি করে অঙ্কিতাকে বোঝার চেষ্টা করবেন। নিজের ভুল স্বীকার করে ভিকি বলেন, 'আমি পরিস্থিতি অন্যভাবে সামাল দিতে পারতাম। কিন্তু বুঝতে পারিনি এতটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আর কখনও যেন অঙ্কিতার কোনও অভিযোগ না থাকে, সেই চেষ্টা করব।'

সিরিয়ার কাছে হেরে

এশিয়ান কাপ থেকে বিদায় ভারতের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়ান কাপে টানা তিন ম্যাচ হেরে আসর থেকে খালি হাতে বিদায় নিয়েছে ভারত। মঙ্গলবার গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে সিরিয়ার কাছে ১-০ ব্যবধানে হেরে গেছে ভারত।

সিরিয়ার বিপক্ষে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রক্ষণাত্মক কৌশলে দল সাজাননি কোচ ইগর স্তিমাচ। তার রণকৌশল ছিল ঘর সামলে আক্রমণে যাওয়া। কিন্তু স্তিমাচের এই প্রতিআক্রমণাত্মক ফুটবল কৌশলও কোনো ফল বয়ে আনতে পারেনি ভারতের জন্য। হারতে হয়েছে সিরিয়ার কাছে।

খেলার ৭৬তম মিনিটে উমর খরিবিনের করা একমাত্র গোলটি গুরুত্বপূর্ণ জয় এনে দেয় সিরিয়াকে। এ জয় শেষ ষোলোর টিকিট এনে দিয়েছে দলটিকে। নিজেদের ইতিহাসে এশিয়ান কাপে এটাই হবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির সেরা সাফল্য।

আসরের গ্রুপ্ববি-তে ৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হয়ে শেষ করেছে সিরিয়া। কিন্তু তৃতীয় সেরা চার দলের একটি হয়ে পরের রাউন্ডে তাদের জায়গা করে নেওয়াটা কার্যত নিশ্চিত হয়ে যায়। ৭ পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপের সেরা হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আর ৫ পয়েন্ট অর্জন করে রানার্স-আপ উজবেকিস্তান। তিন ম্যাচের তিনটিতেই হেরে একেবারে খালি হাতে ফিরল ভারত।

এর আগে দুই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২-০ ও উজবেকিস্তানের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে ভারত।

অনিশ্চতায় সৌদিতে

মেসি-রোনালদোর লড়াই

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চীনা ক্লাব সাংহাই শেনহুয়ার বিপক্ষে মাঠে নামতে ২৪ ঘণ্টাও বাকি নেই। শেষ মুহূর্তে এসে শেনজেনে ম্যাচের আগে খেলা মুলতবির ঘোষণা দিয়ে সবাইকে হতাশ করলো সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল নাসর। দলের প্রধান তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রেনালদো ইনজুরিতে পড়ায় হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত নিলো ক্লাবটি। যে কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে চীনা দর্শকরা। তাতেই আর কি করার আছে! খেলা না দেখেই ফিরতে হবে দর্শকদের।

ওই খেলা মুলতবি হওয়ায় বাংলাদেশি দর্শকদের তেমন কিছু যায় আসে না। বিপত্তি বেঁধেছে অন্য জায়গায়। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি লিওনেল মেসির ইন্টার মিয়ামির বিপক্ষে মাঠে নামার কথা রোনালদোর আল নাসরের। যেই ম্যাচ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন শত শত ফুটবলপ্রেমী, রোনালদোর ইনজুরির কারণে সেই ম্যাচটি পড়েছে অনিশ্চিয়তায়।

ম্যাচের আগে পায়ের ইনজুরিতে পড়ে সংবাদ সম্মেলনে এসে রোনালদো বলেন, 'বন্ধুরা, আমার জন্য আজকের দিনটি দুঃখজনক। কারণ আমি চীনা ভক্তদের কাছে দুঃখিত, বিশেষ করে শেনজেনের কাছে দুঃখিত। কারণ আপনি জানেন, ফুটবলে কিছু জিনিস আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। আপনারা জানেন, আমি ২২ বছর ফুটবল খেলেছি এবং আমি এমন একজন খেলোয়াড় যার খুব বেশি ইনজুরি নেই। তাই আমি সত্যিই দুঃখিত। কারণ, আল নাসর এবং আমি, আমরা এখানে চীন সফর উপভোগ করতে এসেছিলাম।'

সৌদি প্রো লিগের খেলার চলতি মৌসুমের মাঝামাঝির বিরতিতে চীনা ক্লাব ও মেসির ইন্টার মিয়ামি বিপক্ষে ম্যাচ আয়োজন করেছিল আল নাসর। হয়তো এই ম্যাচেই শেষবারের মতো মেসি-রোনালদো দৈরথ দেখতে পারতো দর্শকরা। সেটি হয়তো আর দেখা হবে না। কারণ, আকর্ষণীয় এই ম্যাচ নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো অগ্রগতির কথা জানানো হয় নি কর্তৃপক্ষ থেকে।

হবে না তদন্ত;

অনুশীলনে ফিরলেন ম্যাক্সওয়েল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মদ্যপ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঘটনা নিয়ে বেশ বিব্রত গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তার অ্যালকোহল-সংশ্লিষ্ট কাণ্ডটি নিয়ে তদন্ত করার কথা বললেও সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। আপাতত বিশ্রামে থাকা এই অজি অলরাউন্ডার ফিরেছেন অনুশীলনে।

অ্যাডিলেইডে গত শুক্রবার ঘটে এই কাণ্ড। ইএসপিএনক্রিকইনফো বলেছে, বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন স্টার্সের হয়ে মৌসুম শেষ করে একটি সেলিব্রেটি গলফ ইভেনেট অংশ নিতে অ্যাডিলেইডে গিয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল। বার্তা সংস্থা এএপি জানিয়েছে, ওইদিন গলফও খেলছিলেন ম্যাক্সওয়েল।

এরপর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সেখানে মদপান করেন এই অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার। এক পর্যায়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে তাৎক্ষণিক অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে নেওয়া হয় ম্যাক্সওয়েলকে। যদিও বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে হয়নি তাকে।

ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানায়, সাবেক অস্ট্রেলিয়ান পেসার ব্রেট লির ব্যান্ড দল ওসিক্স অ্যান্ড আউট্থ এর কনসার্ট দেখতে গিয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল। সেখানেই ঘটনাটি ঘটেছে। ওই ঘটনা নিয়ে অস্ট্রেলিয়া দলের নির্বাচক জর্জ বেইলির সঙ্গেও কথা হয়েছে ম্যাক্সওয়েলের। এরই মধ্যে অনুশীলনে ফিরেছেন তিনি, জানিয়েছেন তার ম্যানেজার বেন টিপেট।

বেন টিপেট জানান, সে (ম্যাক্সওয়েল) ঠিক আছে। আমার মনে হয়, কিছুটা বিব্রত। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে। অনুশীলনে ফিরেছে সে। বিগ ব্যাশের পর প্রায় এক সপ্তাহের ছুটি পেয়েছিল। এখন অনুশীলনে ফিরেছে এবং পা নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করছে, যেগুলো তার করা জরুরি।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার বিষয়টি নিয়ে ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে মঙ্গলবার (২৩ জানুয়ারি) কথা বলেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চিকিৎসকরা। কনকাশনের কোনো লক্ষণ আছে কিনা, দেখা হয়েছে সেসব। এই মুহূর্তে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার কোনো পরিকল্পনা নেই ইন্টিগ্রিটি ইউনিটের।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য গত সোমবার ঘোষিত দলে রাখা হয়নি ম্যাক্সওয়েলকে। তাকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা বলা হয়েছে অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষ থেকে। তার জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে তরুণ ব্যাটসম্যান জেইক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ককে। সিএ নিশ্চিত করেছে, ম্যাক্সওয়েলকে দলের বাইরে রাখার সঙ্গে অ্যাডিলেইডের ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে তার জাতীয় দলে ফেরার সম্ভাবনা প্রবল।

সমর্থকদের বর্ণবাদী আচরণ;

বড় শাস্তি পেল উদিনেজ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সমর্থকদের বর্ণবাদী আচরণের জন্য শাস্তি পেয়েছে উদিনেজে। দলটিকে নিজেদের মাঠে এক ম্যাচ দর্শকশুন্য গ্যালারিতে খেলার নির্দেশনা দিয়েছেন ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের একজন বিচারক (এফআইজিসি)।

গত শনিবার সেরি আর ম্যাচে এসি মিলান গোলরক্ষক মাইক মিয়াঁকে উদ্দেশ করে দফায় দফায় গ্যালারি থেকে বর্ণবাদী মন্তব্য ছোঁড়া হয়। ফরাসি এই গোলরক্ষককে ওবানন্থ বলে সম্বোধন করা হয়। ওই বাজে আচরণ মেনে নিতে না পেরে অফিসিয়াল ও সতীর্থদের বলে মাঠ ছাড়েন মিয়াঁ। মিলানের অন্য খেলোয়াড়রাও তার সঙ্গে ছেড়ে যায় মাঠ। ১০ মিনিট পর ফের শুরু হয় খেলা; ম্যাচটি ৩-২ গোলে জেতে তারা।

ম্যাচের ফলের চেয়ে উদিনেজে সমর্থকদের বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ, মিয়াঁদের মাঠ ছেড়ে যাওয়া ছিল শিরোনামে। বিভিন্ন খেলোয়াড়, সংগঠন ও ফিফা সভাপতি জিয়ানি্ন ইনফান্তিনোও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেন। রেফারির ম্যাচ রিপোর্টেও ছিল বর্ণবাদী আচরণের বিষয়টি। এবার ফেডারেল প্রসিকিউটর অফিস থেকে এলো শাস্তির নির্দেশনা। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "এই ঘটনার মাত্রা এবং গুরুত্বের বিবেচনায়্এক ম্যাচ দর্শকশুন্য মাঠে খেলার বাধ্যবাধকতা্প্রয়োগ করা যেতে পারে।"

মিয়াঁর সঙ্গে ঘটে যাওয়া কাণ্ডের পর সব ধরণের বর্ণবাদী আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে তদন্তে সব ধরনের সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল উদিনেজে। বর্ণবাদের সঙ্গে জড়িত ৪৬ বছর বয়সী একজনকে শনাক্ত করেছে উদিনে পুলিশ। ক্লাবটির সাধারণ সম্পাদক ফ্রাঙ্কো কোলোভিনো প্রস্তাব করেছেন, বর্ণবাদী আচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্তদের আজীবন স্টেডিয়ামে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার।

নিজেদের মাঠে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি মুনসার বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে উদিনেজে। সেরি আ টেবিলে বর্তমানে ১৬তম স্থানে আছে তারা।

বর্ষসেরা টেস্ট একাদশে

অস্ট্রেলিয়ার আধিপত্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইসিসি বর্ষসেরা টেস্ট একাদশে আধিপত্য দেখিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ১১ জন ক্রিকেটারের মধ্যে পাঁচজনই তাদের। এছাড়া ইংল্যান্ড-ভারতের দুইজন এবং শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ডের একজন করে ক্রিকেটার আছেন একাদশে।

ভারতকে হারিয়ে এবার টেস্ট চ্যাম্পিয়শিপের শিরোপা জেতে অস্ট্রেলিয়া। তাছাড়া ইংল্যান্ডের মাটিতে অ্যাশেজের শিরোপাও ধরে রাখে তারা। নেতৃত্বের ছাপ রেখে দু'টি টুর্নামেন্টেই অনবদ্য ভূমিকা রাখেন প্যাট কামিন্স। তাই বর্ষসেরা একাদশে অধিনায়কত্বের ভারও তার কাঁধে দেওয়া হয়েছে। অধিনায়কত্বের পাশাপাশি বল হাতেও দুর্দান্ত ছিলেন কামিন্স। গত বছর ১১ ম্যাচ খেলে সর্বোচ্চ ৪২ উইকেট শিকার করেন ডানহাতি এই পেসার। বর্ষসেরা টেস্ট একাদশে তিনি জাতীয় দল থেকে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন- মিচেল স্টার্ক (৩৮ উইকেট), উসমান খাজা (১২১০ রান), অ্যালেক্স ক্যারি (৫৪ ডিসমিসাল) ও ট্রাভিস হেডকে (৯১৯ রান)।

বর্ষসেরা টেস্ট একাদশ: উসমান খাজা, দিমুথ করুনারত্নে, কেইন উইলিয়ামসন, জো রুট, ট্রাভিস হেড, অ্যালেক্স ক্যারি, রবীন্দ্র জাদেজা, প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), রবিচন্দ্রন অশ্বিন, মিচেল স্টার্ক ও স্টুয়ার্ট ব্রড।

ভারতের বর্ষসেরা ক্রিকেটার গিল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ব্যাট হাতে ২০২৩ সালটা দারুণ কেটেছে শুবমান গিলের। তারই ধারাবাহিকতায় এবার ভারতের বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন এই টপ অর্ডার ব্যাটার। মঙ্গলবার হায়দরাবাদে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কার হাতে তোলেন গিল। ভারতের সবচেয়ে সম্ভাবনাময়ী ব্যাটার হিসেবে ভাবা হয় গিলকে। গত বছর নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর বেশ ভালোভাবেই রেখেছেন তিনি। ২৯টি ওয়ানডে ম্যাচে ওপেনার হিসেবে খেলে তিনি ৬৩.৩৬ গড়ে ও ১০৫.৪৫ স্ট্রাইক রেটে করেন ১ হাজার ৫৮৪ রান। এর মধ্যে ৫টি সেঞ্চুরিও রয়েছে।

গত বছর ভারতের মাটিতে হওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপেও নজর কেড়েছেন গিল। গড়েছেন একটি রেকর্ডও। বেঙ্গালুরুতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ব্যাট হাতে নেমে ওয়ানডেতে সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে দুই হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। মাত্র ৩৮ ম্যাচ খেলেই রেকর্ড ভেঙেছেন এই ডানহাতি ব্যাটার।

গিলের ঝুলিতে আছে আরও দুইটি রেকর্ড। গত বছর ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ রান করেন তিনি। শুধু কি তাই, সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে ওয়ানডেতে ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকানোর রেকর্ডও নিজের করে নেন। টেস্টেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন গিল। গত বছর এই ফরম্যাটে ২টি সেঞ্চুরি হাঁকান তিনি। টি-টোয়েন্টিতে, গত বছর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে আরও একটি কীর্তিতে নাম লেখান গিল। মাত্র পঞ্চম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে সব ফরম্যাটেই সেঞ্চুরির দেখা পান এই তরুণ ব্যাটার।

পাকিস্তান ক্রিকেটে

অশান্তির জন্য জাকা আশরাফকে দায়ী করলেন ইনজামাম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত শুক্রবার পিসিবিপ্রধানের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছিলেন জাকা আশরাফ। দায়িত্ব ছাড়ার তিন দিন পরই তার কঠোর সমালোচনা করলেন পাকিস্তান জাতীয় দলের সাবেক প্রধান নির্বাচক ইনজামাম-উল-হক। জাকা আশরাফের কারণেই বিশ্বকাপে পাকিস্তান এমন বাজে পারফর্ম করেছেন বলে দাবি করছেন তিনি।

সম্প্রতি স্থানীয় একটি সংবাদ চ্যানেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ইনজামাম বিশ্বকাপে দল নির্বাচন নিয়ে জাকা আশরাফের মন্তব্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। জাকা আশরাফ বলেছিলেন, বিশ্বকাপের স্কোয়াড বোর্ডের পছন্দ অনুযায়ী করা হয়নি। অধিনায়ক ও প্রধান নির্বাচকের সিদ্ধান্তে স্কোয়াড সাজানো হয়েছে।

ইনজামামের অভিযোগ, জাকা আশরাফের এই ধরনের মন্তব্যের কারণে ক্রিকেটারদের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তাদের মনোবল নষ্ট হয়েছে। যে কারণে, তারা বিশ্বকাপে ভালো খেলতে পারেনি।

ইনজামাম বলেন, 'ভারতে বিশ্বকাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট। পিসিবি চেয়ারম্যান বলেছিলেন, বোর্ড দল নির্বাচন করেনি। অধিনায়ক ও প্রধান নির্বাচক দল নির্বাচন করেছেন। তার এই মন্তব্যের কারণে খেলোয়াড়দের মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।'

ক্রিকেটারদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি শেয়ারহোল্ডিং কোম্পানির সঙ্গে ইনজামাম জড়িত আছেন বলে অভিযোগ তোলা হলে বিশ্বকাপের মধ্যেই প্রধান নির্বাচকের পদ থেকে সরে দাঁড়ান ইনজামাম। কোম্পানির মালিক তালহা রেহমানি পাকিস্তানি ক্রিকেটার বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ান ও শাহিন আফ্রিদির এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন বলে প্রচলিত আছে। এতে ইনজামাম স্বার্থ-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়েছেন বলে অভিযোগ আসে।

ইনজামামের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের জন্য পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে পিসিবি। তবে কবে নাগাদ সে প্রতিবেদন বের হবে তার জন্য ইনজামাম মুখিয়ে আছেন বলে জানিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক এই তারকা ক্রিকেটার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR